দৈনিক
আমাদের সময়

22 APR 2016
পৃ ২ কলাম ২

শিক্ষামন্ত্রীর নামে প্রতারণা

এম এইচ রবিন ●

শিক্ষামন্ত্রীসহ মন্ত্রণালয়ের অন্য কর্মকর্তাদের নাম ভাঙিয়ে সারা দেশে একটি চক্র প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে। এতে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করছে মন্ত্রণালয়। আহ্বান জানিয়েছে প্রতারক চক্রের বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকতে। জানা গেছে, প্রতারকরা এতই ধুরন্ধর যে, তাদের কব্জায় আনতে পারছে না প্রশাসন।

- বিব্রত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তি জারি
- মন্ত্রণালয়ের কথা বলে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ আদায়
- ধুরন্ধর প্রতারকদের কব্জায় আনতে পারছে না প্রশাসন

অনেকদিন ধরে দেশের বিভিন্ন জেলায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, ভবন নির্মাণ, এমপিওভুক্তি, পাঠদান অনুমোদন, প্রকল্প অনুমোদনসহ বিভিন্ন কাজের কথা বলে একটি প্রতারক চক্র দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষক বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অর্থ আদায় করছে বলে অভিযোগ আসছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। এ ঘটনায় কর্মকর্তারা বিব্রতবোধ করছেন। মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীদের মধ্যে অস্বস্তি এমনকি আতঙ্ক বিরাজ করছে। বিভিন্ন শাখায় দিনভর চলছে কানাঘুষা। সন্দেহের তীর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরস্পরের দিকে। তবে হাতেনাতে প্রমাণ ছাড়া কিছুই করা যাচ্ছে না বলে নীরব মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারকরা। মন্ত্রণালয়ের কেউ এহেন অপরাধে জড়িত প্রমাণিত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানানো হয়েছে মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে।

জানা গেছে, গত ফেব্রুয়ারি মাসে শিক্ষাসচিব মো. সোহরাব হোসাইনের নাম ব্যবহার করে একটি প্রতারক চক্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের তালিকায় নাম ওঠানোর ভুয়া আশ্বাসে লাখ-লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়। শিক্ষকদের নানাভাবে ভুল বুঝিয়ে তাদের কাছ থেকে এ টাকা আদায় করছে প্রতারকরা। কাউসার নামে এক ব্যক্তি শিক্ষাসচিবের দপ্তরের পরিচয় দিয়ে বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ উপজেলার জিউধরা এম বাজার নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসায় উন্নয়নকাজের বিষয়ে মাদ্রাসার করা আবেদনের কথা উল্লেখ করে এরপর পৃষ্ঠা ৭; কলাম ৪

শিক্ষামন্ত্রীর নামে প্রতারণা

(শেষ পৃষ্ঠার পর) এসএমএস পাঠায়। পরে কাউসার ভুয়া পরিচয় দিয়েছে বলে প্রমাণ হয়। এ বিষয়ে শিক্ষাসচিব সোহরাব হোসাইন সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, তিনি কাউকে কোনো কাজের জন্য যোগাযোগ করতে বলেননি। তার নাম ব্যবহার করে কেউ যদি এরকম কিছু করে থাকে, তাহলে পুলিশকে জানানোর পরামর্শ দেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোনো কাজের জন্য কাউকে টাকা না দিতেও পরামর্শ দেন সচিব।

অভিযোগ উঠেছে, কখনো উপ-সচিবের নামে কখনো অতিরিক্ত সচিবের নামে টাকা নিয়েছে। সাতক্ষীরার শ্যামনগরের একটি স্কুল সরকারিকরণের নামে শিক্ষকদের কাছ থেকে কয়েক লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে একটি চক্র। ওই স্কুলের সহকারী গ্রন্থাগারিক হাফিজুরকে নিয়ে মার্চ মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এসেছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

এ ছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে চুয়াডাঙ্গায় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উন্নয়ন প্রকল্পের চিঠি পাঠানো হয়। এম আশরাফুল আলম চৌধুরী নামের এক ব্যক্তি নিজেকে উপসচিব হিসেবে পত্রে উপস্থাপন করে মোটা অংকের টাকা বরাদ্দ দেওয়ার লোভ দেখিয়ে বিকাশের মাধ্যমে টাকা আদায় করেন। এমন চিঠি যায় আলমডাঙ্গা উপজেলার সৃজনী মডেল মাধ্যমিক বিদ্যাপীঠ, লক্ষ্মীপুর নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও ওসমানপুর ফাজিল মাদ্রাসায়। ওই ব্যক্তির নম্বরে কল দিলে বলা হয়, আপনার বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য সরকার ৬ লাখ ৬৫ হাজার টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। টাকা পাওয়ার জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর চান তিনি। বিকাশে টাকা পাঠানোর কথা বললে সন্দেহ হয় প্রতিষ্ঠানপ্রধানদের। তারা বিষয়টি স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসনকে অবাহিত করেন। এ ছাড়া পঞ্চগড়, তেঁতুলিয়া, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রামসহ কয়েকটি জেলার কলেজ ও মডেল স্কুল শিক্ষকরা জাতীয়করণের নামে দালালদের হাতে লাখ-লাখ টাকা তুলে দিয়ে ধরা খেয়ে নিঃস্ব হয়েছেন। প্রতারক চক্রের সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীদের যোগসাজশ থাকতে পারে বলে সন্দেহ অনেক ভুক্তভোগীর। কারণ মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেসব আবেদন জমা দেয়, সেগুলোর কথা উল্লেখ করেই চক্রটি ওই সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করছে।

এ বিষয়ে গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এতে বলা হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোনো কর্মকর্তা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ বা এ ধরনের কোনো কাজের জন্য অর্থ গ্রহণ করেছেন বলে প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, ভবন নির্মাণ, এমপিওভুক্তি, বিষয় খোলা, প্রকল্প অনুমোদন প্রভৃতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের রুটিন কাজ। নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে মন্ত্রণালয়ে এ ধরনের কাজ সম্পন্ন হয়। এসব সরকারি কাজের জন্য অর্থ আদায়ের কোনো বিধান নেই।

মন্ত্রণালয়ের কাজের নামে কাউকে কোনো অর্থ না দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠান-সংশ্লিষ্টদের প্রতি বিশেষভাবে আহ্বান জানিয়েছে মন্ত্রণালয়। কেউ এ ধরনের কাজের কথা বলে অর্থ দাবি করলে তাকে নিকটস্থ থানায় সোপর্দ করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে।